সমকাল

তারিখ ... 04 JUL 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৪ কলাম ... ২ ...

শিক্ষার্থী বাড়লেও বাড়েনি সুযোগ-সুবিধা

■ নোয়াখালী সংবাদদাতা

নোয়াখালীর আবদুল মালেক উকিল সরকারি মেডিকেল কলেজে নানা সংকট দেখা দিয়েছে। কলেজে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়লেও বাড়েনি শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা।

নোয়াখালী আবদুল মালেক উকিল সরকারি মেডিকেল কলেজ

কলেজটি ৮ বছরে পা দিতে যাচ্ছে। শিক্ষক, জনবল, আবাসন, পরিবহন, বর্ধিত ভবন, সীমানা প্রাচীর, স্টুডেন্টস ক্যান্টিন, নার্সিং ইনস্টিটিউট, ৫০০ শয্যার হাসপাতাল, ডেন্টাল ইউনিট, লাইব্রেরিতে বই, ক্যাম্পাসে শহীদ মিনার, মসজিদ, বিশুদ্ধ খাওয়ার পানি, জলাবদ্ধতা, বিনোদন সরঞ্জামের সংকটসহ নানা সমস্যার মধ্যে দিয়ে চলছে সরকারি এ মেডিকেল কলেজটির একাডেমিক ও দাপ্তরিক কার্যক্রম। নতুন শিক্ষার্থীদের ভর্তি কার্যক্রম শুরু হলে চলমান সংকট আরও ঘনীভূত হবে বলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের আশঙ্কা।

২০০৮ সালে ৫৮ শিক্ষার্থী ভর্তির মধ্য দিয়ে নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালের একাংশে এ মেডিকেল কলেজের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম শুরু হয়।

এরপর ২০১৩ সালের আগস্ট মাসে ২৬ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত বেগমগঞ্জ উপজেলার চৌমুহনী চৌরাস্তার নোয়াখালী-কুমিল্লা আঞ্চলিক সড়কের পাশে নিজস্ব ক্যাম্পাসে মেডিকেল কলেজের কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে এ কলেজে ২৯০ শিক্ষার্থী রয়েছেন।

কলেজ ৪০ শিক্ষকের পদ রয়েছে। ৪টি সহযোগী অধ্যাপকের মধ্যে ৪টি, সহকারী অধ্যাপক ২০টির মধ্যে ২০টি এবং প্রভাষক ১৪টির মধ্যে ৩টি পদ শূন্য। মেডিকেল কলেজের একমাত্র কিউরেটরের পদটি দীর্ঘদিন শূন্য। এতে শিক্ষার্থীদের একাডেমিক ক্লাসে চরম ব্যাঘাত ঘটছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসকরা এ কলেজে পাঠদান করে থাকেন।

প্রায় ৩০০ শিক্ষার্থীর জন্য নেই কোনো ছাত্রাবাস। কলেজের একাডেমিক ভবনের পূর্ব পাশের একাংশে ছাত্র ও পশ্চিমাংশের ছাত্রীরা গাদাগাদি করে থাকতে হচ্ছে।

মেডিকেল কলেজ শিক্ষক সমিতির সেক্রেটারি ডা. হরিভূষণ সরকার, শিক্ষক নেতা ডা. ফজলে এলাহী খান, ডা. মাহবুবসহ অনেকে জানান, এত সমস্যার মধ্যে কোনো মেডিকেল কলেজ চলতে পারে না। বিরাজমান সমস্যা সমাধানে বর্তমান অধ্যক্ষের ব্যর্থতাকেই দায়ী করলেন শিক্ষক নেতারা।

তাদের দাবি, কলেজ উন্নয়নে অধ্যক্ষের সদিচ্ছা থাকলে দীর্ঘদিনের বিরাজমান সমস্যার কিছুটা হলেও সমাধান হতো। বিগত অর্থবছরের সরকারের কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ হরিলুট হয়েছে। কিন্তু কলেজের উন্নয়নমূলক কোনো কাজই হয়নি বলে ওই শিক্ষক নেতাদের দাবি।

এ ব্যাপারে কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর ডা. আবদুস সালামের সঙ্গে কথা বললে তিনি শিক্ষক নেতাদের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, কলেজের বিরাজমান সমস্যা সম্পর্কে তিনি অবগত আছেন। এসব সমস্যা রাতারাতি সমাধান করা সম্ভব নয়। পর্যায়ক্রমে এসব সংকট দূরীভূত হবে বলে তার দাবি।